।। সেতার বা সিতার ।।

সেতারের আবিষ্কর্তা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, চতুর্দশ শতাব্দীতে সঙ্গীতবিদ্ অমীর খুস্‌রো 'সহতার' নামে তিনটি তার-বিশিষ্ট একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যা পরে আরো উন্নতরূপে সেতার বা সিতার নামে চালু হয়েচে। ফারসী ভাষায় 'সহ' (বা সেহ) মানে তিন।

ভিন্ন মতে ঃ ভারতীয় তন্ত্রবাদ্যের অন্তর্ভুক্ত ত্রিতন্ত্রী বা কচ্ছপী নামক বীণাকেই সামান্য একটু পরিবর্তন করে খুস্‌রো সাহেব তা'র নাম দিয়েছিলেন সহ্‌তার। আসলে এটি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়। এই যন্ত্রটি নাকি তিনি তৈরী করেছিলেন তাঁর পুত্র ফিরোজ খাঁর জন্য। ফিরোজ খাঁর কণ্ঠ গানের উপযোগী ছিল না, তাই তাঁরই জন্য তিনি এই নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন।

আরেক মতে ঃ সিতার যন্ত্রটির উৎপত্তি হয়েচে গ্রীক ও আরব দেশীয় যন্ত্রের মিশ্রণে। এসীরিয়ানদের মধ্যে কিথার, গ্রীক দেশে কিথারা, মধ্যকালীন য়ুরোপে সাইথার বা জাইথার ও পারস্যে রোহ্‌তার প্রভৃতি তন্ত্রবাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(জন্মের সময় তিনটি তার থাকলেও বর্তমানে সেতারে সাতটি তার থাকে।)

বাদশাহ মহম্মদ শাহ্‌ (১৭০৭-১৯ খৃ.) নাকি বীণার আরো তিনটি তার এতে লাগিয়ে সেতারকে ছয় তার যুক্ত করেন। তারপর ধীরে ধীরে ৭ ও ৮টি তার এতে সংযোজিত হয়। বর্তমানে অবশ্য ৭টি তারই থাকে।

তুম্বা ॥ সেতারেও লাউয়ের ফাঁপা খোল দিয়ে তৈরী তুম্বা থাকে। তবে তানপুরার মত বড় হয় না। অনেকে দণ্ডের ওপর দিকেও একটি ছোট তুম্বা লাগান্। এতে সৌন্দর্যও বাড়ে—আওয়াজও অপেক্ষাকৃত ভালো হয়। তবে নিচের তুম্বাটির মত ওপরেরটি তেমন অপরিহার্য নয়।

দণ্ড ॥ দণ্ডটি কাঠের তৈরী এবং ফাঁপা। এটি তুম্বার সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পট্‌রী ॥ দণ্ডের সামনের ভাগটিকে পট্‌রী বলা হয়—যার ওপর ধাতুনির্মিত পর্দাগুলি লাগান থাকে। অনেকে 'পোষ'-ও বলেন।

গুল ॥ তুম্বার সঙ্গে দণ্ডের সংযোগ স্থানকে বলা হয় গুল, গুলু বা কণ্ঠা।

তব্‌লী ॥ তুম্বার ওপরে যে-কাঠের ঢাকনাটি থাকে, তাকে বলা হয় তব্‌লী।

ব্রিজ ॥ তব্‌লীর ওপরে হাতির দাঁতের (বা কাঠের) তৈরী সেতুর মত যে দণ্ডটি লাগান থাকে—যার ওপর দিয়ে তারগুলো ওপর দিকে উঠে গেচে, তাকে বলা হয় ব্রিজ (Bridge)। একে সোয়ারী বা ঘুড়ঞ্চ-ও বলা হয়।

ঘোড়ী ॥ যে ছোট্ট দুটি কাঠের পটির ওপর ব্রিজটি বসান থাকে, সেই কাঠের পটি দুটিকে বলা হয় ঘোড়ী।

মোগরা ॥ তুম্বার নিচে ছিদ্রযুক্ত ছোট্ট একটি কাঠের পটি আছে—যার সঙ্গে তারগুলিকে বাঁধা হয়, তারই নাম মোগরা, কীল বা পন্থী। হিন্দীতে অনেকে লঙ্গোটও বলেন।

খুঁটি ॥ সেতারে মোট সাতটি তার থাকে, কাজেই খুঁটিও সাতটিই থাকবে। কারণ তারগুলিকে নিচের দিক থেকে টেনে এনে এই খুঁটিগুলির সঙ্গেই বেঁধে রাখা হয়। দুটি খুঁটি থাকে দণ্ডের ওপর—সামনের দিকে, তিনটি থাকে ওপরে ডানদিকে দণ্ডের গায়ে এবং অবশিষ্টের একটি থাকে ডানদিকেই—দণ্ডের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়, আর একটি তা'র খানিকটা দূরে—নিচে। দণ্ডের বাঁ দিকে কোন খুঁটি থাকে না। খুঁটিকে বা কান ঘুরিয়ে সুর বাঁধা হয়।

পর্দা ॥ পট্‌রীর ওপর ধাতু নির্মিত (পিতল বা জার্মান সিলভার) যে কতগুলি চেড় আছে, সেইগুলিকে বলা হয় পর্দা, সারিকা বা সুন্দরী। তাঁত বা সুতো দিয়ে এগুলি দণ্ডের গায়ে খুব শক্ত করে বাঁধা থাকে। হারমোনিয়মে যেমন পর্দা থাকে স্বরের স্থান নির্ধারণের জন্য, সেতারে পর্দাগুলির উদ্দেশ্যও তাই। এই পর্দাগুলি ধনুকের মত বাঁকানো থাকে, যাতে পট্‌রীর গায়ে না

লেগে যায়। পর্দার সংখ্যা ১৬ থেকে ২৪ পর্যন্ত হয়। ওপর থেকে যত নিচের পর্দায় আসা হবে, সুর তত উঁচু হবে।

তারগহন ও অটি ॥ ওপর দিককার শেষ পর্দায় ওপর এবং সামনের খুঁটি দুটির নিচে যে-দুটি হাতির দাঁতের তৈরী পটি আছে, তার ওপরটিকে তারগহন (বা তারদান) ও নিচেরটিকে অটি (বা আটক) বলা হয়। এ দুটিকে আড়ি বা সরস্বতীও বলেন অনেকে। তারগহনের গায়ে ছিদ্র থাকে। তারগুলিকে যখন ব্রিজ ও পর্দার ওপর দিয়ে ক্রমশঃ ওপরের খুঁটি-গুলির দিকে টেনে আনা হয়, তখন প্রথমে অটির ওপর দিয়ে সেগুলিকে নিয়ে গিয়ে তারগহনের এক-একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলিয়ে এনে ওপরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়।

তার ॥ সেতারে মোট সাতটি তার থাকে এবং কি ভাবে সেগুলিকে মোগরার সঙ্গে বেঁধে, ওপরের খুঁটিতে এনে জড়িয়ে রাখা হয়, তা আগেই বলেচি। প্রত্যেকটি তার প্রত্যেকটি পৃথক খুঁটিতে বাঁধা হয়।

বাঁ দিকের প্রথম তারটি অন্য তার থেকে মোটা এবং স্টীলের হয়। বাঁধা হয় মন্দ্র-সপ্তকের মধ্যমে। এটিকে বাজ বা নায়কীর তার বলা হয়।

২য় ও ৩য় তার দুটি বাঁধা হয় মন্দ্র-ষড়্‌জে। এ দুটিকে জুড়ির তার বলা হয় এবং এগুলি হয় পিতলের বা তামার। দুটির পুরুত্ব সমান।

৪র্থ তারটি বাঁধা হয় অতিমন্দ্র-পঞ্চমে। একে খরজের তারও বলা হয়। এটিও পিতলের তৈরি এবং জুড়ির তার অপেক্ষা একটু মোটা।

৫ম তারটি মন্দ্র-পঞ্চমের। এটি স্টীলের। একে পঞ্চমের তার বলা হয়। বাজ-এর অপেক্ষা এটি সরু।

৬ষ্ঠ ও ৭ম তার দুটি হল চিকারির তার। ৬ষ্ঠটিকে (১ম চিকারি) বাঁধা হয় মধ্য সা-তে এবং ৭মটিকে তার-সপ্তকের সা-তে। কখনো কখনো মধ্য-পঞ্চমেও বাঁধা হয়। এ দুটিও স্টীলের এবং এদের "পাপিয়ার তার"-ও বলা হয়।

মন্‌কা ॥ বাজ-এর তারের সঙ্গে যে ছোট একটি গুলির মত লাগানো থাকে, তাকেই বলা হয় মন্‌কা। অনেকে অন্য তারেও মন্‌কা লাগান। খুঁটি ঘুরিয়ে সুর বাঁধার পরও সুরের সামান্য একটু তারতম্য থাকলে তা ঠিক করা হয় এই মন্‌কার সাহায্যে। মন্‌কার আকৃতি অনেক রকমের হয়।

মিজরাব ॥ এ জিনিসটি অবশ্য সেতারের অবয়বের মধ্যে পড়ে না, তবু এটি সেতারের অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ। এটি না থাকলে বাজানোই

যাবে না। স্টীলের মোটা তার দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী এই জিনিসটি সেতারবাদক তাঁর ডান হাতের তর্জনীর অগ্রভাগে আংটির মত পরেন এবং এরই আঘাতে সেতার বাজান। এরই নাম মিজরাব বা মেজরাব। কোন্-ও বলেন অনেকে।

।। তরব্দার সেতার ।।

আজকাল প্রায়ই তরব্দার সেতারের নাম শোনা যায় এবং নূতন শিক্ষার্থীরাও অনেকে এই সেতার ব্যবহার করেন। সাধারণ সেতার থেকে এর তফাৎ এই যে এতে অতিরিক্ত কতগুলি তরবের তার লাগানো থাকে। এই তারের খুঁটিগুলি অন্য খুঁটি থেকে ছোট হয় এবং দণ্ডের ডানদিকে পর পর সাজানো থাকে। এই সেতারের পট্‌রীর মাঝখানটা হয় নৌকোর মত, পট্‌রীর গায়ে ছোট বোতামের মত যে ছিদ্রগুলি দেখা যায়, তরবের তারগুলিকে মোগরার সঙ্গে বাঁধবার পর পৃথক একটি ছোট ব্রিজের ওপর দিয়ে ঐ ছোট্ট বোতামের ছিদ্রপথে গলিয়ে নিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। অন্য তারগুলি যেমন পর্দার ওপর থাকে, তরবের তারগুলি তেমনি পর্দার নিচে পট্‌রীর ওপর দিয়ে যায়। তরবের তারগুলির জন্য ছোট আকারের পৃথক একটি ব্রিজ থাকে—মূল ব্রিজের কাছেই। তরবের তারগুলি স্টীলের তৈরী হয়। যখন যে-রাগ বাজানো হয়, সেই রাগের ঠাট অনুসারে এই তারগুলি বেঁধে নেওয়া হয়। এই তারগুলির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, ৯ থেকে ১৩ পর্যন্ত রাখা হয়। তরবকে অনেকে তরফ-ও বলেন। তবে কথাটি ফারসী শব্দ, এর মানে হ'ল নিচু। নিচু দিকে এই তার থাকে বলে একে তরবের তার এবং এই তারযুক্ত সেতারকে বলা হয় তরব্‌দার সেতার। নায়কী বা বাজের তারে আঘাত করলে তরবের তারগুলিতেও অনুরণন হয়, এতে মাধুর্য বাড়ে। কিন্তু যাঁদের সুর বাঁধবার ক্ষমতা হয় নি, তাঁদের তরব্‌দার সেতার বাজানো উচিত নয়। তাতে অনেক অসুবিধা আছে। এই জন্যই নতুন শিক্ষার্থীদের এই সেতার ব্যবহার করা উচিত নয়।